OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 514 - 523
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

অস্তিবাদী সাহিত্য আলোচনার ধারায় বিবর, ঘুণপোকা ও মৌলিনাথ-এর সার্থকতা বিচার

নভদীপ ঘোষ
অতিথি অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : nabhodipg@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
existentialism, freedom, loneliness, anxiety, Alienation, order, truth, diversity, individuality.

Abstract
The essence of Western existentialist philosophy is the deliberate pursuit of freedom in the context of a constrained human existence. Existentialists assert that this existence is fundamentally human and that it is grounded in a pre-existing condition referred to as freedom. In analyzing this philosophy, Albert Camus, in his book The Myth of Sisyphus, illustrates the ceaseless struggle of Sisyphus, who is condemned by the curse of the Greek gods. This Western philosophy has also permeated Bengali literature. The first significant manifestation of this philosophy in Bengali literature is Samaresh Bose's Bibor (1965). Subsequently, Shirshendu Mukhopadhyay's Ghunpoka (1967) and Buddhadev Bose's Moulinath (1952)—written prior to these two novels—are examined in the context of three existentialist ideologies. This article focuses on these discussions. Upon reading these three novels, it becomes apparent that the protagonists' belief in freedom has transformed their society into isolated, solitary entities. It appears as though they seek to embrace their freedom by transcending the constraints imposed by social bonds. In these novels, the protagonists are depicted as articulating profound truths. The love within their seemingly happy middle-class circles and the complexities arising from multiple relationships with women lead to significant confusion. The characters assert their independence by breaking free from these constraints. In the novel Bibor, the protagonist attempts to break free from societal constraints by confronting while engaging in a physical relationship with his ascetic partner. This act symbolizes his struggle for freedom, and as a result, the freedom he experiences compels him to vocally oppose the corrupt and decadent societal system. In this case, the hero's steadfast belief in the truth renders him a detached entity from society. Similarly, in his novel Ghunpoka (1967), Shirshendu Mukhopadhyay portrays the existential crisis of the central character, Shyam, through an existentialist lens. Chhoto saheb Shyam in 'Saint

and Miller' resigns from his job due to his inability to tolerate his boss's audacity. Hari Mazumdar's derogatory remark towards Shyam makes him resemble the character of Mrityunjay in Manik Bandhapadhyay's 'Ke Banchay Ke Banche'. This shift in Shyam's usual lifestyle leads to a growing sense of depression. Shyam's assertion of independence reveals his profound loneliness. Accustomed to the company of multiple women, Shyam engages in trivial behaviors to reject his beloved Itur's proposal, which plunges him into a state of depression. As he attempts to maintain his composure by endangering a motorcyclist with the sun's reflection in a mirror, his remorseful self-deprecation becomes evident in his relationship with Leela Bhattacharya. Shirshendu Mukhopadhyay explores the transition of consciousness through the hope of rebirth after death. Similarly, Buddhadev Bose, in his novel Moulinath (1952), portrays the stages of loneliness experienced by the central character, Professor Moulinath. A content, middle-class office worker, Moulinath simultaneously rejects the love of both Chitra and Geeta. He strives to preserve his identity as an individual who desires to exist solely as 'I'. His heart is described as 'dead', and he appears to be a character adrift, as if authored by himself. These characters embody profound loneliness in their quest to transcend their middle-class selves.

Discussion

শৃঙ্খলিত মানব অস্তিত্ব। বাক্যটা ঠিক সম্পূর্ণ হয় না, যদি না তা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করে স্পষ্ট করা হয় শৃঙ্খলা কী এবং কীভাবে তা মানব অস্তিত্বকে বেঁধে রাখে। এখানে মানব অস্তিত্ব বলতে সচেতন এবং স্বাধীনতাকামী মানুষকে বোঝানো হচ্ছে। যে মানুষ তার চারপাশের যেসব সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শৃঙ্খলা থাকে তা থেকে মুক্তিপ্রয়াসী, সর্বৈব স্বাধীন মানুষ। আর এসব কথা ভাবতে গিয়েই গ্রিক পুরাণের সেই সিসিফাসের কাহিনিটি স্মরণে চলে আসে। যেখানে দেখা যায় সিসিফাস পাহাড়ের চূড়ায় একটা ভারি পাথরের চাঁইকে ক্রমাগত ঠেলে তোলার চেষ্টা করছে আর সেই পাথরের চাঁইটি গড়িয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। সিসিফাস একইভাবে বিরামহীন সেটিকে পাহাড়ের চূড়ায় ঠেলে তোলার প্রচেষ্টায় রত, যেটি তাকে গ্রিক পুরাণের দেবতারা অভিশাপ হিসেবে দিয়েছিল। অর্থাৎ সিসিফাস অভিশপ্ত হয়ে শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। তবুও সে চেষ্টা চালিয়েছিল তার এই মানব অস্তিত্বের শৃঙ্খলের বিপ্রতীপে দাঁড়ানোর। সিসিফাসের গল্পকথক অ্যালবার্ট কাম্যু আমাদের জানিয়েছেন পাথরের চাঁইকে বারবার পাহাড় চূড়ায় ঠেলে তোলবার অসফলতার পর্যায়েও সিসিফাসের ঠোঁটে লেগে ছিল এক চিলতে হাসি এবং সেই হাসিটুকুকে পর্যবেক্ষণ করে কাম্যু তাঁর 'দ্য মিথ অফ সিসিফাস' গ্রন্থে জানিয়েছেন—

"One must imagine Sisyphus happy".[১]

আর যেহেতু সিসিফাসকে আমরা সুখী বলে ভেবে নিতে পারি– সেই সুখ-ই একান্তই সিসিফাসের স্বাধীনতার সুখ যা তার অস্তিত্বকে জানান দেয়।

গ্রিক পুরাণের কাহিনিটির অবতারণা করে নেওয়া হল বিশেষত বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য অস্তিবাদী ভাবধারার আলোকে প্রত্যক্ষ লেখালেখির আলোচনায়। কারণ অস্তিবাদীদের কাছে অস্তিত্ব যা একেবারেই মানব অস্তিত্ব এবং তা ভর করে আছে স্বাধীনতা নামক এক পূর্ব-প্রদত্ত অবস্থার ওপর।

সচেতনভাবে পাশ্চাত্য অস্তিবাদী ভাবধারায় বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক সৃষ্টি সমরেশ বসুর 'বিবর' (১৯৬৫ খ্রি.), এবং এর অনতিকাল পরেই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা' (১৯৬৭ খ্রি.) আমার এ পর্বের আলোচ্য বিষয় এবং এ দুটি উপন্যাসের কথাসূত্রেই উপন্যাসদ্বয়ের অল্প কিছুকাল আগে লেখা বুদ্ধদেব বসুর 'মৌলিনাথ' (১৯৫২ খ্রি.) উপন্যাসটি প্রাসঙ্গিকভাবে অস্তিবাদী উপন্যাস আলোচনায় বিবেচিত হবে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাংলা সাহিত্যে বহু আলোচিত উপরিউক্ত উপন্যাসগুলি নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হবার কারণ উক্ত উপন্যাসগুলির অর্ন্তবয়ানে লেখকদের ভাষ্যকে নতুনভাবে বিশ্লেষণের আধারে তুলে ধরা। যেখানে স্বাধীনতার অস্তিত্ব উপন্যাসগুলির নায়কদের কীভাবে নিঃসঙ্গ চরিত্র করে তুলেছে সেই সময়কার সমাজজীবনে তার যথাযথ নিরীক্ষণ করা।

প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক সমরেশ বসু তাঁর সার্থক অস্তিবাদী উপন্যাস 'বিবর' (১৯৬৫ খ্রি.) এর অন্তর্বয়ান কীভাবে নির্মাণ করেছেন। উপন্যাসটির উৎসর্গ পত্রে লেখক একটা কথা জানাচ্ছেন—

> "আচ্ছা আমরা যদি সকলেই সত্যি কথা বলতে পারতাম"[২]

বোঝাই যায় লেখক সত্যের উদ্ভাষণ ঘটাতে চাইছেন। যে সত্য অস্তিবাদের একেবারে মূলকথা এবং তা মানুষের স্বাধীনতার সত্য। বিবর উপন্যাসের আলোচনায় দেবেশ রায় লিখেছেন—

> "পত্র পত্রিকায় 'বিবর' সম্পর্কিত আলোচনায় দস্তয়েভস্কি, কাফকা, সার্ত্রে, কামুর নাম চোখে পড়েছে আর এ কথা বলতে ইতস্তত করার কারণ দেখি না যে 'বিবরের' সঙ্গে অস্তিবাদ প্রভৃতি পশ্চিমি দর্শনের খানিকটা অস্পষ্ট, পরোক্ষ ও বাঁকাচোরা যোগ আছে।"[৩]

উপন্যাসটি শুরুই হচ্ছে 'কিংবা' এই অব্যয় পদ দিয়ে যেখানে লেখক একটা শিকারের রূপকল্প ব্যবহার করেছেন। বস্তুত যেখানে ছাগলকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে বাঘ শিকারের রূপকল্পে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে এবং এই শিকার আসলে পরাধীনতার নাগপাশ। যা উপন্যাসের নায়ককে বিবরের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল শৃঙ্খলে, সেই শৃঙ্খলকে কাটিয়ে ওঠার কাহিনি। যার মধ্যে নায়িকা-প্রেমিকার হত্যা হওয়ার (বাঘ শিকারের রূপকল্প) ঘটনাটি আমরা লক্ষ করি।

উপন্যাসটি পড়তে গিয়েই অবাক হতে হয় লেখক যেভাবে উপন্যাসের নায়কের কথনভঙ্গিতে পারিপার্শ্বিক সমাজকে তীব্র ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন। আমরা দেখি স্বাধীনতা উত্তর ঘুণধরা অবক্ষয়িত সমাজ এবং সেই সমাজের উত্তরাধিকারী বিবরের নামহীন নায়ক নিজের পতন সম্পর্কে সম্যক সচেতন থেকেই নিজেকে বিদ্রুপ করেছে, 'খচ্চর' এই প্রতিশব্দে। আরও আশ্চর্য হই নায়ক নিজের নামটা পর্যন্ত সরাসরি উচ্চারণ করতে দ্বিধা বোধ করে। নায়ক লক্ষ করেছে সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি রূপে প্রভাবশালীদের অঙ্গুলিহেলন। বস্তুত এই প্রভাবশালীরাই নায়কের মতো অস্তিত্ব সচেতন মানুষদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। তাই 'কলকাতেশ্বরী রুবি দত্ত' যাকে নায়ক 'ঠাটেশ্বরী' বলে বিদ্রুপ করতে চেয়েছে। তার স্বামী নোটোরিয়াস হাবুল দত্ত নায়কের ভাষায় যত বদখত ব্যবসায় ঘুরে বেড়ানো, মদে ডুবে থাকা, একটা তেএঁটে বদমাস এবং এই রুবি দত্তদের আঁচলেই ভারী চাবির গোছার মতো সমাজের মাথা, মুণ্ডু, টিকি সব বাঁধা আছে।

নায়কের নর্মসহচরী 'নীতা' নামক একটি বেশ্যা। বস্তুত আগেই জানানো হয়েছে তাকে নায়ক হত্যা করেছে। এই হত্যার প্রচেষ্টা কি নায়কের একদিনের আচমকা সিদ্ধান্ত? কখনোই নয়। যদি তাই হত তাহলে চরিত্রটিকে অস্তিবাদী চরিত্ররূপে বিচার করা সম্ভব হত না। এই নায়ক যে নিজেও বহু রমণীভোগে অভ্যস্ত যখন সে প্রথম জানতে পারে তার প্রেমিকা নীতা তার 'একলার নয়' তখনই তার মধ্যে একটা চিন্তাভাবনা কাজ করতে থাকে—

> "এ মার্ডার হুইচ আই থট এ স্যাক্রিফাইস : আই স দ্য হাণ্ডকারচিফ।"[৪]

তাই এই ভাবনার পরবর্তীতে বাস্তবিকই নীতাকে হত্যা নায়কের কাছে স্যাক্রিফাইস ছিল। কিন্তু এই অসচ্চরিত্রা নীতা সম্পর্কে নায়কের যা ভাবনা একই ভাবনা তার নিজের সম্পর্কেও। তাই সে নিজেকে 'তুমি সাধুপুরুষ' এই ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছে।

আসলে সমাজ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে দীর্ঘকাল চলে আসা পদ্ধতি বা সিস্টেম এবং সেই সিস্টেম যা মানুষের স্বাধীন চলাফেরাকে প্রতিমুহূর্তে ব্যাহত করে, অস্তিত্বশীল সচেতন মানুষের বিদ্রোহ সেই সিস্টেমের বিরুদ্ধেই প্রত্যাঘাতের সুরে বেজে উঠেছে। বিবরের নায়কের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা লক্ষ করা যায়। হ্যাণ্ডসাম চেহারা, সুন্দর মুখশ্রীর অধিকারী সে, যা তাকে অভিনেতা হবার যোগ্য লোক করে তুললেও অভিনেতা হয়ে ওঠা তার হয়নি। ডিরেক্টরদের আশা দেওয়া এবং পরবর্তীতে তাকে পাত্তা না দেওয়া এ সবের মধ্যে নায়কের মনে কোনো জেদের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করি না। পক্ষান্তরে সমাজে ভালো মানুষ সেজে থাকার ভান তাকে করতে হয়। আর এখানেই নায়কের উপলব্ধি—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"মানুষ স্বাধীনতাকে কী ভীষণ ভয় পায়।"[৫]

অর্থাৎ স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে এই ছদ্ম ভালোমানুষ হয়ে বেঁচে থাকাকে একজন অস্তিত্বশীল চরিত্র হিসাবে নায়কের মেনে নিতে দ্বিধা হয়। তাই দেখি নায়ককে আত্মবিশ্লেষণে নিরত হতে। সে নিজেই জানিয়েছে সবরকম স্বাধীনতাকে সে ভয় পায়—

"যেমন নীতার সংসর্গ না করার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও; ওর এক ডাকেই আমি চলে এসেছি, যার মানে, আমার প্রতিটি রক্তকণাও পরাধীনতার মদ খেয়ে নেশা করে বসে আছে, নীতারও তাই, আমি আসলে এই পরাধীনতার মধ্যেই তবু যা হোক একটু খেয়ে পরে বেঁচে বর্তে আশ্রয় পেয়েছি।"[৬]

এ বিষয়ে বিবরের নায়ককে প্রোটাগনিস্ট এক পাতিবুর্জোয়া চাকুরিজীবী শ্রেণির মধ্যে দেখিয়েছেন সমালোচকরা। উপন্যাসের বয়ানে আমরা সেরকমটাই লক্ষ করি যেখানে নায়কের ধারণা মানুষ তার সত্তাকে পরিচালিত করতে কখনোই পশু হবে না। তাই সে ভাবে–

"বিশ্বপ্রাণের মধ্যে যে বেদনা লুকিয়ে আছে— বুঝেছি, মধ্যরাত্রের শুঁড়িখানাতেই তার উপশম লুকিয়ে আছে।"[৭]

সমালোচক প্রবুদ্ধ মিত্র তাই জানিয়েছেন—

"ঘুষের চাকরি সেরে তাঁর সান্ধ্য বিচরণ যাবতীয় নারীসঙ্গে। আজকের সময়ে যদিও এই চেনা চরিত্র, কিন্তু ওই সময়ে তাকে আখ্যানে দেখা যায় না। কারণ, দেখাতে গেলে যে সত্যকে চরমভাবে, খোলামেলাভাবে দেখাতে হবে তার বাঙালি মধ্যস্বত্বভোগী মিশ্র বাবু শ্রেণির শ্লীল–অশ্লীল নামক ট্যাবুতে আটকে যাবেই। সমরেশের কলম একটু খুল্লমখুল্লা হতেই সমাজের জ্যাঠামশাইরা তাঁর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিতর্ক বহুদূর গড়ায়। কিন্তু, 'বিবর'–এর অশ্লীলতা বিতর্ক মাথাচাড়া দিতেই পাঠককে তীব্র কৌতূহলী করে তোলে ও ব্যাপকভাবে 'বিবর' পঠিত হয়।"[৮]

নীতাকে আদর করার সময় অস্তিবাদ কথিত 'বিবমিষা' নায়কের জাগ্রত হয়, যেটা অনান্য নারী সঙ্গের সময়ও নায়কের জাগত। নায়ক নিজেই জানিয়েছে—

"মারতে তো অনেকেই চেয়েছি, মারিনি বা মারতে পারিনি,"[৯]

অথচ নীতার ক্ষেত্রে এই বিবমিষা একটু অন্যরকম নায়কের কাছে—

"এবং আজ ওকে মারব বলেও আসিনি, বা কোনোদিন বাগে পেলে ওকে খুন করব, এসব কথা চিন্তা করিনি।"[১০]

অথচ এ সময় নীতাকে আদর করার মুহূর্তে নায়কের মনে হয়েছে—

"একমাত্র তখনই আমার, কোন কোন সময়ে মনে হয়েছে, ওকে যেন সহ্য করতে পারছি না, অসহ্য একটা বমির মত উঠে আসতে চাইছে, রাগ ফুঁসে উঠতে চাইছে। যখন ওকে খুবই নিবিড় করে পাই।"[১১]

আসলে নীতার সান্নিধ্য শৃঙ্খলকে নায়ক যখন ছিন্ন করতে পারছে না, তখনই এ ধরনের বিবমিষা নায়কের মনে জাগ্রত হয় এবং এরই ফলশ্রুতিতে খুন করার ইচ্ছা বাস্তব রূপ পায়। সমালোচক প্রবুদ্ধ মিত্র তাই জানিয়েছেন—

"আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, 'বিবর' পাঠ এক অন্য অভিজ্ঞতা। যাঁরা বাংলা সাহিত্যের নিবিড় পাঠের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের সকলের প্রতিক্রিয়া এক নয়। প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হতেই পারে। কিন্তু, ঠিক কতজন 'বিবর'–এর গর্ভে প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় শাঁসটুকু তুলে আনতে পেরেছিলেন আমার সন্দেহ আছে। বিছানায় নীতার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক ও একই সঙ্গে তাঁকে হত্যা করা ইত্যাদি মোটিফটাই নির্যাস। যার সঙ্গে আমাদের সমাজ ওতোপ্রোতভাবে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> জড়িয়ে আছে। এই জায়গাটাই ধরতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তথাকথিত 'শ্লীলতা'র ধ্বজাধারী অভিযোগকারীরা। কারণটা খুব সহজ। সেটা তাঁদের বোধের বা তাঁদের সাহিত্য ঘরানা বিশ্লেষণের ব্যর্থতা। যে ন্যারেটিভে 'বিবর' রচিত তা ছিল অভূতপূর্ব।"[১২]

নীতাকে হত্যার পর পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত নায়ক শুঁড়িখানায় এসে প্রশান্তি লাভ করতে চেয়েছে। 'দি সান ইজ অলরেডি গ্লিমিং অন ক্যাকটাস' গান শুনে প্রশান্তি লাভ করেছে। গানের ভাষাটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে প্রশান্তির বার্তা। একই সঙ্গে হত্যার রেশ কাটাবার জন্য তার নারীসঙ্গ কামনাও অস্তিবাদের চূড়ান্ত লক্ষণ। 'গোয়ানীজ মেয়েটার' কথা মাথায় এলেও দারোয়ানের 'হায়নার হাসিতে' বিব্রত বোধ করে ট্যাক্সি চেপে বাড়ি ফিরে হত্যার চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু এসময় তার মায়ের আগমন ঘটলে মা সম্পর্কে তার ধারণা—

> "যাঁর একমাত্র দাবী হল তিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন।"[১৩]

বস্তুত অস্তিবাদী এই নায়কের পৃথিবীতে আগমন বা জন্মলাভ নায়কটির যে কোনো স্বাধীন ইচ্ছার সংকেত বহন করে না সেটা সে বেশ উপলব্ধি করতে পারে। স্বাধীনতা বস্তুটিকে সকলের মতো সেও ভীষণ ভয় পেত। তাই বলে—

> "সকলেই গর্তের মধ্যে আছে।"[১৪]

আর তাই তার পিতা শাহেনসা লোক যিনি চলতি নিয়মকানুনকে কাঁচকলা দেখিয়ে নায়ককে শুধু চাকরির অন্ধিসন্ধিই দেখিয়ে দেননি, ঘুষ বদমায়েশি, ফেরেববাজির রাস্তায় নায়ক যেন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে সে পাঠও দিয়েছে। আর এর বিরুদ্ধেই নায়কের স্বাধীনতার অন্বেষণ যা নীতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। নায়কের তাই মনে হয়েছে এরকম গর্তের বাইরে সে জীবনে এর আগে আসেনি এবং আত্মবিশ্লেষণ করেছে—

> "আমার গর্তের মধ্যে আমার সুখের পরাধীনতার মধ্যে অতি কুৎসিত নোংরা স্বাধীনতা নামক একটা জিনিস আছে, যেটা হঠাৎ আমার কনুইয়ে ভর করেছিল।"[১৫]

উপন্যাসটির পরবর্তী ঘটনাক্রমে নায়কের জীবনে স্বাধীনতার বোধের আপসহীনতার কথা উঠে এসেছে। যেহেতু সে নীতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে বিবর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সেহেতু সে হরলাল ভট্টাচার্যর কেসটি উইথড্র করতে চায়নি। বড়ো কর্তাদের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করা কিংবা তাকে চাকরি থেকে ডিসমিস করার প্রশ্নেও সে আপসহীন। তার উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে—

> "আমার স্বাধীনতা নামক যে জঘন্য পর্দাটা আমার সুখের গর্তের সঙ্গে, ওদের সঙ্গে, দপ্তরের সঙ্গে, কে জানে গোটা দেশের সঙ্গেই কিনা, বিশ্বাস-ঘাতকতা করে বসল, সেটা বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই।"[১৬]

আসলে নীতাকে হত্যার পর নায়ক নীতার ভালোবাসার যথার্থ উপলব্ধি করতে শিখেছিল। নীতার অ্যাপার্টমেন্টে নায়কের বারবার ফিরে আসা সেটাই বুঝিয়ে দেয়। নীতা নেই কিন্তু নীতার স্মৃতির গন্ধ রয়েছে। তাই এই হত্যা নায়ককে ব্যক্তিক থেকে সামাজিক হয়ে ওঠার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। ব্যক্তিক স্তরের স্বাধীনতা বোধ থেকে উদ্ভুত এক ভিন্নতর নীতিবোধে নায়ক পরিচালিত হয়েছে। যে নীতিবোধের কথা অস্তিবাদী দর্শনে লক্ষ করা যায়। দার্শনিক কিয়ের্কেগার্দ মানুষের শুভ-বিশ্বাস সম্পর্কে যে তত্ত্ব দিয়েছেন তার ব্যাখ্যায় আলোচক জানিয়েছেন—

> "কিয়ের্কেগার্দ-এর বিশ্বাসী মানুষ (আসলে) স্বাধীন। সে নিজেকে চালনা করে।... তার নৈতিকতা এই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে সে নিজের জন্য এক সত্য আবিস্কার করেছে, তার অন্তরাত্মার গভীরে।"[১৭]

এমতাবস্থায় সমাজ ব্যবস্থার অন্তরালে যৌনতার সুড়সুড়ি দিয়ে নায়ককে গর্তে পুনঃপ্রবেশের রুবি দত্তের প্রচেষ্টাটিও তাই ব্যর্থ হয়। নায়ক হরলাল ভট্টাচার্যর ফাইলে সই না করে আপসহীন থাকে। তীব্র শরীর সচেতন নায়ক রুবি দত্তের শারীরিক সংস্পর্শে নির্বিকার, অনুভূতিহীন থেকেছে। তাই রুবি দত্তের চাবিওয়ালী চোখ দুটির স্পার্ক দেওয়া সত্ত্বেও সে ফাইলে সই না করে জানিয়েছে—

> "আমি মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দিয়েছি।"[১৮]

পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিক অ্যালবার্ট কাম্যুর 'দি আউটসাইডার' উপন্যাসের নায়ক মারসোও তার জীবনের বিচারপর্বে জুরিদের সামনে একইরকম অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছিল। সে তার উকিলের শেখানো কথা যা তাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচাতে পারত তা বলতে অস্বীকৃত হয় এবং সে শুধু একটা কথাই জানিয়েছিল যে তার কাছে আরব ব্যক্তিটির খুন হওয়া ছিল সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং সমুদ্রতীরের প্রচণ্ড গরম ও তীব্র রোদে আরবের হাতের ছুরিতে সূর্যালোকের প্রতিফলন তার স্থিতাবস্থা নষ্ট করেছিল এবং তীব্র জ্বালা ধরিয়েছিল। ফলত সে হত্যা করে আরবকে। কাম্যু তাঁর উপন্যাসের আলোচনায় 'Afterwards' নামক কথনে জানিয়েছিলেন—

> "Maursault doesn't play the game. The answer is simple : he refused to lie."[১৯]

এই অকপট সত্যভাষণই কাম্যুর নায়ককে বা বিবরের নায়ককে অস্তিবাদী চরিত্র করে তুলেছে। কারণ মানুষের ব্যক্তিত্বের বহির্মুখী দিকটা মানুষকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সমঝোতা করে এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে সাহায্য করে। কিন্তু যখন এই সমঝোতা বা আপসে ব্যবহৃত মিথ্যার মুখোশ খসে পড়ে তখনই সে তার সত্তার ওই দিকটিকে হত্যা করে, যা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখত এবং এরই ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতার সুখ তথা অস্তিত্বশীল চরিত্রে উত্তরণ ঘটে। তাই আমরা এই পৃথিবীতে Absolute truth বলে কোনো কিছুকে মেনে নিতে পারি না। অস্তিবাদী নায়কদের অকপট সত্যভাষণই প্রচলিত সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক।

এই ধারার আর একটি ব্যতিক্রমী সৃষ্টি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা' (১৯৬৭ খ্রি.) উপন্যাস। আলোচ্য উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে দেখি নায়ক শ্যামের, যে কিনা নঞর্থক প্রত্যয়ের সমষ্টি মনে হলেও চরিত্রটির অস্তিবাদী চেতনায় উত্তরণ ঘটেছে। লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় শ্যামকে নির্মাণ করতে গিয়ে দ্রুত একমুখী কাহিনির বর্ণনা করেছেন। ভালোয়-মন্দয় মিশ্রিত শ্যাম চরিত্রের ক্রম পরিণতি দেখিয়েছেন। আলোচ্য বিশ্লেষণে শ্যামের সমাজ বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ সত্তার ক্রমপরিণতি দেখার চেষ্টা করব।

'ঘুণপোকা' উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখি নায়ক শ্যাম যে কিনা একদা 'সেইন্ট অ্যান্ড মিলারের' ছোটোসাহেব ছিল, সে তার চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছে কোনো এক জুন মাসে। চাকরিতে ইস্তফার কারণ হিসেবে জানা যায় শ্যামের বড়োসাহেব হরি মজুমদার তার ড্রয়িং-এ ভুল থাকার জন্য 'বাস্টার্ড' বলে শ্যামকে গালি দিয়েছে যা শ্যামের সহ্য হয়নি। লক্ষণীয় হরি মজুমদার শ্যামকে যেদিন গালি দিয়েছে সেইদিন সেই মুহূর্তেই সে কিন্তু চাকরিটা ছেড়ে দেয়নি। বা হরি মজুমদারের এই ধরনের অপরকে গাল দেওয়ার অভিজ্ঞতা শ্যামের যে থাকেনি তা নয়। লোকটা যেন শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে গাল দেয় এবং শ্যামও কখনো কখনো সেই ধরনের গাল নকল করে নিজের অধস্তন শিক্ষানবিশ ড্রাফটসম্যানদের ওপর প্রয়োগ করেছে। কিন্তু মজুমদারের শ্যামকে প্রদত্ত গালি শ্যামের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল এবং অভ্যস্ত জীবনাচরণে অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। এই একটি ঘটনাই যেন শ্যামকে পুরোপুরি পালটে দেয়। বস্তুত ক্লান্ত, করে তোলে শ্যামকে। সে পুরোপুরি নিঃসঙ্গতার অতলে তলিয়ে যেতে থাকে। 'বাস্টার্ড' শব্দটির ভূতের তাড়নায় শ্যাম 'সোনার ডিম পাড়া' চাকরির ইস্তফায় ক্রমশ অবসাদগ্রস্ততায় পর্যবসিত হয়। সবথেকে বড়ো কথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কে বাঁচায় কে বাঁচে' গল্পের মৃত্যুঞ্জয় যেমন রাজপথে অনাহারে মৃত্যু দেখে চাকরি ছেড়ে সচ্ছল বৃত্তের বাইরে এসে ভাঙা টিনের মগ হাতে লঙ্গরখানার লাইনে দাঁড়ায় খাবারের অন্বেষণে, অনেকটা শ্যামও সেই রকম একসময় আপন মনে বাস্টার্ড শব্দটিকে রোমন্থন করে চলে এবং ভাবে— "পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো?"[২০]

মনুষ্যত্ব সম্পন্ন মানুষের আত্মশ্লাঘায় আঘাত এবং তার থেকে উত্তরণের অনিবার্য পরিণতি 'ঘুণপোকা' শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় অস্তিবাদী ভাবধারায় এঁকেছেন। যেখানে চাকরির ইস্তফায় শ্যামের মধ্যে স্বাধীনতার বোধের সঞ্চার দেখিয়েছেন। একই সঙ্গে সমাজের প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণে সেইসব স্বাধীন ব্যক্তিত্বের হাঁপিয়ে ওঠার কাহিনি হয়ে উঠেছে উপন্যাসটি। কারণ শ্যামের মতো লোকেদের একবার চাকরি চলে গেলে আর কোথাও নতুন করে চাকরি জোটে না, যথেষ্ট পারঙ্গমতা থাকা সত্ত্বেও। শ্যাম দেখেছে ফার্মগুলিতে নালীঘায়ের মতো নিয়ন্ত্রণ থাকে হরি মজুমদারদের।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই সামাজিক ব্যাধি থেকে উত্তরণের প্রয়াস না জানার ফলে বা বলা যায় অস্তিসচেতনতার কারণে শ্যামের আত্মহত্যা প্রবণতা, প্রেমিকার শারীরিক ঘনিষ্ঠতার আহ্বানে আগ্রহ হারিয়ে ফেলা এবং সিনেমাহলে টিকিট কেটে ঘুমিয়ে পড়া প্রভৃতি অবিন্যস্ত জীবনের ছবিকে প্রকট করে তোলে। অস্তিবাদ কথিত উদাসীনতায় আক্রান্ত শ্যাম জীবনের সুসময় যে পেরিয়ে এসেছে তা উপলব্ধি করতে পারে। তার নিজেকে সৎ বলে প্রতিপন্ন না করা বা বহু রমণীভোগকে স্মরণ করেও ভাবতে পারে হাঁসের মতো মন নিয়ে, বিশুদ্ধ বাতাস শরীরে গ্রহণ করে সে উজ্জ্বল রক্তের অধিকারী আজ।

উপন্যাসটি পড়তে পড়তে পাঠক আলব্যের কাম্যুর 'The fall' উপন্যাসের সঙ্গে মিল খুঁজে পাই। অন্যত্র এলিয়েনেশন বোঝার ক্ষেত্রে কাফকা, সার্ত্র বা কাম্যুর কোনো প্রভাব কাজ করেছে কিনা সে বিষয়ে মনোজ চাকলাদারকে এক সাক্ষাৎকারে শীর্ষেন্দু জানিয়ে ছিলেন সে সময় তারা কাফকা, কাম্যুর দ্বারা ভীষণ প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাকে অবশ্য কাফকা, কাম্যু অপেক্ষা অনেক বেশি দস্তয়েভস্কি প্রভাবিত করেছিল। ঘুণপোকা পড়ে অনেকেই বলেছিল কাম্যুর 'ফল'-এর প্রভাব রয়েছে। অবশ্য ফলের নায়কের মতো একটা গালাগাল খেয়ে ঘুণপোকার নায়ক শ্যামের একটা পরিবর্তন হয়েছে, এটা অনেকে বলেছে, হতে পারে। তিনি 'ফল' উপন্যাস তার আগেই পড়েছিলেন। এটা কারো কারো মনে হতে পারে। এ উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় গীতার মধ্যে রয়েছে। শ্যামের একাকিত্বের সঙ্গে একটা ভারতীয়ত্ব রয়েছে। 'ফল' যদিও চিত্রময় কাব্যময় অসম্ভব সুন্দর উপন্যাস। তবে 'ফল' উপন্যাসের সঙ্গে একটা জায়গায়ই শুধু মিল, গালাগাল খেয়ে পরিবর্তন হওয়াটা। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে "The Fall"-এর কাহিনী সূত্রের মিল পেতে পারেন পাঠক।"[২১]

শ্যাম তার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জীবনযাপনকে তার বন্ধু মধু, মিনুদের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে চেয়েছে। শীর্ষেন্দু শ্যামের একাকিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে মধুর সুখী দাম্পত্য জীবন বা মিনুর সমাজবিরোধী সত্তাকে পাশে রেখে দেখিয়েছেন এরা সকলেই শ্যামের বন্ধু, অথচ মধুর শ্যামের কাছে পঁচিশ টাকা ধারি থাকা বা মিনুর ভিড় বাস থেকে মাসপয়লার শ্যামের বেতনের পকেটমার হওয়া থেকে রক্ষা করায় শ্যাম খুশি থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে এদের দেখে শ্যামের মনে হয় একটার ভিতর অনেকগুলো কলকাতা যেন পোরা আছে। তার ইচ্ছা যায় মিনুকে প্রতিশ্রুতি দিতে—

> "ভাবিস না, ভাবিস না মিনু, আমি তোর দিনকাল ফিরিয়ে আনব। উঠতি ছোকরার মতো আমার রক্ত গরম, বুড়োর মতো ঠাণ্ডা মাথা, গোয়েন্দার মতো চোখ। যে কোনওভাবে বাঁচতে বা যে কোনওভাবে মরতে আমি তৈরি— আঃ গুরু, কী বলব তোকে, একটা উইক পয়েন্টে আমি মার খেয়ে গেছি জোর, মা বাপ তোলা একটা গালাগাল আমি সইতে পারলুম না।"[২২]

শ্যামের অস্তিসচেতনতার আরও একটি নিদর্শন ইতুর নিজেকে শ্যামের কাছে নিবেদনের ইচ্ছাকে শ্যামের প্রত্যাখ্যান এবং ছোঁয়াছুয়ির খেলায় ইতুকে নাস্তানাবুদ করে পলায়নে বাধ্য করে নিজে বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হওয়া। একইভাবে ইন্টারভিউ টেবিলে তার উলটো-পালটা উত্তর যা বিষণ্ণতার ভরকেন্দ্র থেকে উত্থিত, তাকে শুনতে হয়—

> "সাইকোলজিক্যালি ইউ আর আনফিট ফর দি জব।"[২৩]

অথচ চাকরি না হওয়ায় মনে মনে সে খুশি হওয়ায় আমরা পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত স্বাধীন মানুষকেই লক্ষ করি।

শ্যাম তার একত্রিশের জন্মদিনের অলস সকালে জানলার ধারে আয়নায় রোদ প্রতিফলিত করে অনেকদিনের পোষা রাগের উদ্‌গিরণ ঘটায় মোটর সাইক্লিস্টের ওপর। এই ঘটনায় শ্যামের কোনোরূপ অনুশোচনা আমরা লক্ষ করি না। এক সম্পূর্ণ সচেতন ইচ্ছা থেকে একাজ করে সে। শ্যামের এই আচরণের সঙ্গে কাম্যুর 'আউটসাইডার' উপন্যাসে সমুদ্রতীরে আরব ব্যক্তির ছুরিতে সূর্যালোকের প্রতিফলন আমাদের মনে পড়ে। নির্বিকার শ্যাম এতটাই অস্তিত্বশীল যে আহত মোটর সাইক্লিস্ট বেঁচে থাকল না মরে গেল সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে নিজের ক্রমাগত শেষ হতে থাকা পুঁজি দিয়ে স্পাইস হোটেলে দই, মাংস সহযোগে নিজেকে ভোজ দেয়। ভিখিরিদের জন্য আধুলি ছড়ায়। অপরাধ করে অনুশোচিত না হওয়া শ্যাম পরদিন সকালের খবরের কাগজে মৃত্যুর খবর দেখতে না পেয়ে হতাশ বোধ করে। অথচ প্রাত্যহিক স্বপ্নের ভেতর এক আদর্শ দেশের কল্পনা সে করেছে। কিন্তু বাস্তবে এমন ঘটে না জেনেও সুসময়ের প্রত্যাশী থাকে শ্যাম। ভিসা অফিসের রিসেপশনিস্ট মেয়েটি শ্যামের কাছে জানতে চায় কাকে তার প্রয়োজন? জবাবে সে জানায় কাউকেই সে চায়

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

না। পক্ষান্তরে নিজেকেই তার প্রশ্ন যেন সে কে। কেন সে গাছ বা মাছ হয়ে জন্মায়নি। রিসেপশনিস্ট লীলার জন্য উৎসুক, চঞ্চল শ্যাম লীলার অভিমানী গম্ভীর মুখ দেখে বিড়বিড় করে ওঠে–

> “ভেবো না, আমি তোমার জন্যই একদিন পৃথিবীকে খুব নির্জন করে দেব, চুপ করিয়ে দেব সবাইকে।”[২৪]

এ যেন শ্যামের অস্তিত্বশীলতার চরম উত্তরণ।

সুসময় নিয়ে চিন্তা করা শ্যাম খবরের কাগজে দক্ষিণ কলকাতায় মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় মৃত গৌর ভৌমিকের খবর পড়ে। গৌর ভৌমিকের উদ্দেশ্যে শ্যাম বলেছে–

> “গৌর ভৌমিক, যদি পারো তবে আবার জন্ম নিয়ো।”[২৫]

এবং এই জন্ম শ্যাম দিতে চায় লীলার গর্ভে। শ্যামের এই প্রত্যয় এবং লীলাকে ঘিরে সুখী দাম্পত্যের বলিষ্ঠ ইচ্ছার মধ্যে শ্যামের অস্তিত্বের চরম প্রকাশ রূপ লাভ করেছে। শরীরে জ্বর নিয়ে লীলার অফিসের সামনে অপরের হাতে নিপীড়িত শ্যাম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পড়তে সে সে যখন তার সোনা কাকা, মনুমামা, রাঙাপিসিকে উদ্দেশ্য করে জানাতে চায় সে ভালোবাসার সন্ধান পেয়েছে আর তাই তার নতুন করে জন্ম নিতে দ্বিধা নেই। শ্যামের নতুন জন্মই যেন পৃথিবীতে সুসময় নিয়ে আসবে। এই সুগভীর প্রত্যাশার অস্তিবাচনে শীর্ষেন্দু উপন্যাসটি শেষ করেছেন যেখানে নিঃসঙ্গতার বেদনা ছত্রে ছত্রে যেন ধরা পড়েছে।

আমরা বাংলা সাহিত্যের অস্তিবাদী উক্ত চরিত্রদুটির মধ্যে নারীসঙ্গ, প্রেম, ভালোবাসা বা প্রচলিত ঘুণধরা সিস্টেমের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহ এবং তাদের সমাজ বিচ্ছিন্ন সত্তায় পর্যবসিত হওয়ার ছবি দেখেছি। এই চরিত্রগুলির সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য অকপট সত্যভাষণ যা আমাদের চমকিত এবং একই সঙ্গে শিহরিত করে। যেখানে সমাজের মুখোশ বিশেষ করে প্রভাবশালীদের অঙ্গুলিহেলন এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কীভাবে মেকি স্থিতিশীলতার ভিতকে নড়িয়ে দেয়, এইসব চরিত্রগুলোর কার্যকলাপ তথা আচরণে তা লক্ষ করি। কিন্তু শেষমেশ চরিত্রগুলির সমাজ বিচ্ছিন্নতা তথা একাকিত্বের কুহকে নিমজ্জন যা তাদের অস্তিত্বশীল চেতনার যথার্থ উত্তরণ, আমরা এর অনেক আগে থেকেই বাংলা সাহিত্যে লক্ষ করে আসছিলাম। এই ধারারই একটি ভিন্ন গোত্রীয় লেখা বুদ্ধদেব বসুর ‘মৌলিনাথ’ (১৯৫২ খ্রি.)। এই উপন্যাসের নায়ক ‘মৌলিনাথ’ চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যে ‘বিবরে’র নায়ক বা ‘ঘুণপোকা’র শ্যামের আগে এসেছে এবং এদের সঙ্গে চরিত্রগত সাদৃশ্য খুব একটা লক্ষ করা না গেলেও উপরোক্ত চরিত্র ধারার একাকিত্বের যে বীজ তা যেন মৌলিনাথ চরিত্রে লুকিয়ে আছে। মৌলিনাথ এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হবে তাই। ঢাকার পুরানা পল্টনে অধ্যাপক মৌলিনাথের সুখী সচ্ছল বৃত্তের সমাজ বিচ্ছিন্ন সত্তায় পর্যবসিত হওয়া আমাদের ভাবিয়ে তোলে। মৌলিনাথ যেন একাকিত্বকে যাপন করে। উপন্যাসটির লিখন কৌশলেই লেখক যেন মৌলির জীবনের নীরব একাকিত্বের অনুভূতিময় ক্ষণটিই বিবৃত করে তুলছেন।

‘একটি গ্রীষ্মের সকাল’– মানুষের একাকী যাপনকে যেমন প্রকট করেছে, তেমনি ‘একটি বর্ষার সন্ধ্যা’ বা ‘শীতের শিকল’ অথবা ‘একটি বসন্তের রাত্রি’ সবই যেন স্মৃতিমেদুরতার ক্ষণ বা ভালোলাগার একাকিত্বের আদর্শ সময়। চিরকুমার, কামাতুর, কৌমার্যের অক্ষম কামোন্মাদনায় নিঃসঙ্গ মৌলির সুইনবার্ণের কবিতা আবৃত্তি দিয়ে ‘একটি গ্রীষ্মের সকাল’ শুরু হয়েছে। তার কবিতা পাঠ দেখে ‘চিত্রা’র মৌলির মানস গ্রহণে অবগাহন। মৌলি নিজেও জানে গ্রীষ্ম যৌবনের অনির্বচনীয় পবিত্রযূপে আত্মাহুতির সময়। স্বয়ং বুদ্ধদেব জানিয়েছেন–

> “মৌলিনাথ, নির্জন স্বাক্ষর, শেষ পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি বইয়ে সেই একলা মানুষের দেখা পাওয়া যায়, সমাজের সঙ্গে যার কিছুতেই মিল হল না, অথচ যে ‘নতুন’ সমাজের দিবাস্বপ্ন না দেখে, নিজের আশ্রয় খোঁজে বা তা না পেয়ে ধ্বংস হয়।”[২৬]

মৌলিনাথ একই সঙ্গে প্রেমিক এবং দূরান্বয়ীও। তার কাছে প্রেমের পরশমণি হয়ে চিত্রা এসেছে অথচ সেই প্রেমের স্বীকরণ করার পরিবর্তে ভাবতে বসেছে, ‘এখন আমি একে নিয়ে কী করব? একে আমি সইতে পারবো কেমন করে?’[২৭] মৌলিনাথের জীবনে দুই নারী এসেছে। চিত্রা ও গীতা। এই দুই বোনের চিত্রাকে মৌলি ভালোবেসেছে। অপরদিকে গীতার ভালোবাসায় মৌলি উদ্বিগ্ন থেকেছে। চিত্রাকে সে আপন করে পেতে চেয়েছে। কিন্তু তার ঘনিষ্ঠ হবার আহ্বানে চিত্রার

বিশ্বাসের প্রশ্নে এবং মহেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে বিবাহের প্রশ্নে সংশয়ান্বিত। মৌলির চিত্রাকে হারানোর বা চিত্রার কাছে হেরে যাবার ক্ষণে মনে হয়েছে চিত্রার সব কথা মিথ্যা। চিত্রার চলে যাবার মুহূর্তে চিত্রার ঘনিষ্ঠ বুকের স্পর্শ থেকে মাথাটি পর্যন্ত না তুলে নির্বাক মৌলি জানাতে চেয়েছে এই মুহূর্ত থেকে চিত্রা তার কাছে অর্থহীন।

'একটি বর্ষার সন্ধ্যায়' পুরোনো পল্টনে সাতাশ বছরের জীবনের ইতি ঘটিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবার মৌলির বিচ্ছিন্ন সত্তায় জাগরণ লক্ষ করা যায়। সফলতম কনিষ্ঠ অ্যাসিস্ট্যান্ট লেকচারার হওয়াকে তার পতন মনে হয়। সে তার ট্র্যাজিক সত্তার উদ্ভাষণে ভাবে—

> "মহাপ্রস্থানের পথে বিশ্বজয়ীর মুখ থুবড়ে সে পড়বে না, সে মরবে তার আপন মনের প্রত্যয়ের পাঁকে, তার ইচ্ছায়, তার শক্তিহীন, দুর্বার ইচ্ছায় কর্ণের মতো রথের চাকা ডুবে-ডুবে।"[২৮]

অথচ ভরা বর্ষণ সন্ধ্যায় গীতার আগমনে চঞ্চল মৌলির মনে হয়—

> "আর যার বুকের কাছে শাড়ির আঁচলে কয়েকটি বৃষ্টিফোঁটা এঁকে দিয়েছে তাদের ক্ষণকালীন কালো-কালো প্রণয়সাক্ষর।"[২৯]

দ্বিধাগ্রস্ত অস্তিবাদী চরিত্রের ভাবপ্রবণতা মৌলির মধ্যে ধরা পড়েছে গীতাকে নিয়ে ভাবনায়। একেবারেই সাধারণ ভাবতে থাকা মৌলি পৈতে না নিয়ে, তিলক না কেটে মন্দির, গীর্জার পাশ কাটিয়ে সাহিত্যের পথে নিজের বাউল সত্তার মিষ্টিক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন এবং গীতার কাছে নিজেকে মিষ্টিক, অতীন্দ্রিয় রহস্যময় প্রতিপন্ন করতে চেয়ে নিঃসঙ্গ সত্তাকেই মেলে ধরেছে—

> "আমি আমার অহমিকাকেই সিংহাসনে বসিয়েছি, কবিতার ক্রিমিন্যাল আমি, বিদ্রোহী স্বপ্নের স্বৈরাচার আমার পেশা। এখানে স্বাধীনতা আছে, কিন্তু নিঃসঙ্গতাও আছে, গীতা।"[৩০]

মৌলিনাথের নিজের চেতনায় যে নিঃসঙ্গতা কাজ করছে, সে যে ক্রমশ সমাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এই বক্তব্যে তার সমর্থন আমরা পাচ্ছি। অথচ গীতা যখন মৌলিনাথের উদ্‌ভ্রান্তির সহচরী হতে চেয়েছে তখনই তাকে 'বিমলেন্দু'র সুস্থির প্রত্যয়ের জগতে ফেরত পাঠাতে চেয়েছে সে। বস্তুত মৌলির ভালোবাসার ভাবনায় চিরকালীন আসন নিয়ে আছে চিত্রা। তার সেই চেয়ারের পিছনে স্পর্শিয়া শরীরী আবেদনে মৌলি আজও যেন আচ্ছন্ন। তার অর্ন্তমুখী স্বভাব একদিকে যেমন চিত্রাকে পেতে চেয়েছে অপরদিকে তেমনি গীতার মৌলির কাছে ধরা দেবার ইচ্ছায় বাধা সৃষ্টি করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে গীতার মুখে বুদ্ধদেব বসু যে উক্তি বসিয়েছেন তাতে মৌলিনাথের বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ সত্তা প্রকৃষ্ট রূপে ধরা পড়েছে—

> "একটি মাত্র মানুষকে তুমি চেনো- অন্তত, চিনতে চাও— একটিমাত্র মানুষে তোমার মন আছে: সে তুমি নিজে।"[৩১]

সংসারকে স্বীকার না করা, একান্তরূপে আমি হবার ক্ষুরধার স্বাধীনতা নিয়ে মৌলিনাথ এক অনন্য ব্যক্তিসত্তা এবং নিজত্বকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছে। তার হৃদয় যেন কোনো মৃত হৃদয় এবং সে তার নিজের লেখা গল্পের চরিত্রের মতো 'হারিয়ে যাওয়া' কোনো এক ব্যক্তি।

আলোচ্য উপন্যাস তিনটিতেই চরিত্রদের ব্যক্তিস্বাধীনতার স্পৃহা সমাজে তাদের বিচ্ছিন্ন সত্তায় পর্যবসিত করেছে। এ থেকে তারা যেন সচেতনভাবেই উত্তরণ চায়নি। মধ্যবিত্তের নিজেকে উত্তরণের প্রয়াসে তারা প্রকৃতই নিঃসঙ্গ। যা তাদের অস্তিভাবনার একান্ত প্রকাশরূপ। আমাদের চোখে দেখা সমাজে এইসব চরিত্ররা একেবারেই মানানসই নয়। উপন্যাস তিনটিও তাই সার্থক অস্তিবাদী উপন্যাস হয়ে উঠেছে।

Reference:

১. Camus, Albert, The Myth of Sisyphus and other Essays, Translated from French by Justin O Brien, 1955, P. 79

২. বসু, সমরেশ, বিবর, আনন্দ পাবলিশার্স, উৎসর্গ পত্র, ২০০৬।

৩. রায়, দেবেশ, 'আদাব থেকে বিবর', পরিচয় সমালোচনা সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৭৩

৪. বসু, সমরেশ, বিবর, www.Banglabook.org, পৃ. ১০
৫. ঐ, পৃ. ১৪
৬. ঐ, পৃ. ১৫
৭. ঐ, পৃ. ২৪
৮. মিত্র, প্রবুদ্ধ, বিতর্কিত সমরেশ, তখন এবং এখন, পরিচয়, মার্চ-জুন ২০২৪ (শতবর্ষে সমরেশ ফিরে দেখা), পৃ. ১৭৯
৯. বসু, সমরেশ, বিবর, www.Banglabook.Org, পৃ. ২৯
১০. ঐ, পৃ. ২৯
১১. ঐ, পৃ. ২৯
১২. মিত্র, প্রবুদ্ধ, বিতর্কিত সমরেশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯
১৩. বসু, সমরেশ, বিবর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
১৪. ঐ, পৃ. ৭৬
১৫. ঐ, পৃ. ৮৫
১৬. ঐ, পৃ. ১৪০
১৭. 'Kierkeygaard's man of faith is free.He is self-governing... His morality lies precisely in the Fact that he is discovering the truth for himself, in his inwardness.'- Marry Warnock, Existentialism-a kind of philosophical Thought and Activity, Oxford University press, 1970, p.16
১৮. বসু, সমরেশ, বিবর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০
১৯. Alberta camus : preface of the American University Edition of the Outsider. January, 1955, Ze-reviewar-of-odd-volumes-dace, tumbir.com
২০. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, ঘুণপোকা, উপন্যাস সমগ্র ১, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, পৃ. ৩
২১. জঁ ব্যাপ্তিস্ত ক্লেমেন্সের সংকটের মূল একটি 'গালাগাল'।
২২. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, ঘুণপোকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
২৩. ঘুণপোকা, পৃ. ২৯
২৪. ঘুণপোকা, পৃ. ৪৯
২৫. ঘুণপোকা, পৃ. ৫৯
২৬. বুদ্ধদেব বসুর চিঠি (নরেশ গুহ ও চিনুকে লেখা)/৪, বৈদগ্ধ (বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা), ১৯৯৯, পৃ. ৩১
২৭. মৌলিনাথ, বুদ্ধদেব বসু, ডি. এম. লাইব্রেরি, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৫২, পৃ. ১৯
২৮. ঐ, পৃ. ৭৫
২৯. ঐ, পৃ. ৮০
৩০. ঐ, পৃ. ৯৭
৩১. ঐ, পৃ. ১১৮

Bibliography:

বসু, সমরেশ, বিবর, www.banglabook.org
মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, ঘুণপোকা, উপন্যাস সমগ্র ১, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬
মৌলিনাথ, বুদ্ধদেব বসু, ডি.এম লাইব্রেরি, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৫২